দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 09 JUL 1995
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

মাদারীপুরে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত

মাদারীপুর, ৮ জুলাই (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– সরকার দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি জোর দিলেও প্রকৃতপক্ষ-এর অগ্রগতি তেমন একটা হচ্ছে না। এ লক্ষ্যে সরকার জাতীয় বাজেটে শিক্ষাখাতে প্রতিবছর সর্বোচ্চ বাজেট নির্ধারণ করছেন। শিক্ষাখাতে মোট বাজেটের ৪৮ শতাংশ বরাদ্দ করা হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষাখাতে। অথচ সেই প্রাথমিক শিক্ষাই আজ মুখ থুবড়ে পড়েছে।

পল্লীর প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর অবস্থা জরাজীর্ণ। সারা দেশের মতো মাদারীপুর জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোরও একই অবস্থা বিদ্যমান। এসব বিদ্যালয়ের করুণ অবস্থার কারণে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া সাম্প্রতিক বছরগুলোতে স্থবির হয়ে পড়েছে। অধিকাংশ বিদ্যালয়ের গৃহের অবস্থা অত্যন্ত নাজুক, শিক্ষক সঙ্কট, যাতায়াত ব্যবস্থা খারাপ, আসবাবপত্রের অভাব, অভিভাবকদের আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্ন কারণে মাদারীপুর জেলার প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। জেলার প্রায় ৪০ হাজার শিশু প্রাথমিক শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত রয়েছে। মাদারীপুর জেলার ৫৮টি ইউনিয়নের সরকারী, রেজিঃ, আনরেজিঃ, স্বল্পব্যয়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ মোট প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৭২২। এ ছাড়াও ১৩৫টি রয়েছে এবতেদায়ী মাদ্রাসা। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সদরে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১২৪, রেজিঃ ৩৮টি, আনরেজিঃ ৭টি, স্বল্পব্যয়ী ৩৩টি ও এবতেদায়ী মাদ্রাসা ৩০টি। কালকিনিতে সরকারী ১১৫টি রেজিঃ ৩২, আনরেজিঃ ৩টি, স্বল্পব্যয়ী ৫৮টি ও এবতেদায়ী ৩০টি। শিবচরে সরকারী ১১৮টি, রেজিঃ ৪৬টি, আনরেজিঃ ৬টি, স্বল্পব্যয়ী ৮টি ও এবতেদায়ী ৬২টি। রাজৈরে সরকারী ৮০টি, রেজিঃ ৩৯টি, আনরেজিঃ ৮টি, স্বল্পব্যয়ী ৭টি ও এবতেদায়ী ১৩টি প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ২০ শতাংশ বিদ্যালয় রয়েছে আসবাবপত্রের অভাব জরাজীর্ণ ভবন, শিক্ষক সঙ্কট, যাতায়াত ব্যবস্থার দুর্গম, পানীয় জলের অভাব, সৌচাগারের সঙ্কট ইত্যাদি। যে কারণে এসব বিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ বলতে কিছুই নেই। গ্রামের ২০ শতাংশ বিদ্যালয়ের সাথে সংযোগ রাস্তা না থাকায় এসব বিদ্যালয়ের প্রায় ৪০ শতাংশ ছাত্রছাত্রী বর্ষা মৌসুমে বিদ্যালয়ে যেতে পারে না। বহুমুখী কারণে জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গামী ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ায় স্থবিরতা দেখা দিয়েছে। অন্যদিকে অভিভাবকদের আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে অধিকাংশ অভিভাবক তাদের সন্তানদের সামান্য আয়ের পথে ঠেলে দিচ্ছে। ফলে জেলায় শিশুশ্রমের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এদিকে বেশকিছু শিক্ষকের বিরুদ্ধে রয়েছে দায়িত্ব পালনে অবহেলার অভিযোগ। জেলার নিভৃত পল্লীর অধিকাংশ শিক্ষকই তাদের ইচ্ছামতো বিদ্যালয়ে আসা-যাওয়া করে। ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া ব্যাহত হলেও শিক্ষকরা নিয়মিত বেতন ভাতা পাচ্ছেন। জেলার প্রাথমিক শিক্ষার এহেন অবস্থা অব্যাহত থাকলে ২ হাজার সাল নাগাদ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হবে নিঃসন্দেহে।